ইনোভেশন প্রস্তাবনার ছক

ক) প্রস্তাবনার শিরোনাম: গার্মেন্টস ও টেক্সটাইল খাতের তথ্য ভান্ডার।

খ) পটভুমি: বাংলাদেশের রপ্তানী আয়ের প্রায় ৮১% অর্জত হয় টেক্সটাইল ও গামেন্টস শিল্প থেকে। কিন্তু এ শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট আমদানী, রপ্তানী, বিনিয়োগ, উৎপাদন ক্ষমতা, জনবল সংক্রান্ত সঠিক তথ্য পাওয়া কস্টকর। বিভিন্ন সংস্থা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন তথ্য দিয়ে থাকে । কিন্তু এই তথ্য গুলোর মধ্যে অনেক সময় কোন মিল পাওয়া যায় না। এ ক্ষেত্রে একটি App তৈরী করা যেতে পারে।

গ) ইনোভেশন প্রস্তাবনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা: প্রথমে প্রত্যেকটি শিল্প কারখানা এই Apps-এ প্রবেশ করে তাদের কারখানার নামে বেসিক কিছু তথ্য দিয়ে একটি আই ডি নম্বর সংগ্রহ করবে। যেমন-কারখানাটির নিবন্ধন নম্বর, মালিকের নাম, অফিস ও কারখানার ঠিকানা, শিল্প উপখাত, উৎপাদন ক্ষমতা (নিবন্ধনপত্র অনুযায়ী) বিনিয়োগ (নিবন্ধন পত্র অনুযায়ী) কমকর্তা ও শ্রমিকদের সংখ্যা (পুরুষ ও মহিলা অনুযায়ী) ইত্যাদি।

কারখানা কর্তৃপক্ষ তাদের কারখানার নামে কত টাকার কিকি কাচাঁমাল আমদানী করছে তার তথ্য উক্ত Apps-এ দেয়ার সাথে সাথে অটোমেটিক ভাবে দাখিলকৃত তথ্যের উপর ভিত্তি করে একটি প্রাপ্তি স্বীকার পত্র বের হয়ে আসবে। কাচাঁমাল সমূহ কাস্টমস কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ছাড়করনের জন্য যে যে কাগজ পত্র দাখিল করতে হয় উক্ত কাগজপত্রের সাথে যদি কাস্টমস কর্তৃপক্ষ Apps থেকে প্রাপ্ত প্রাপ্তি স্বীকার পত্রটি দেয়ার বাধ্যবাধকতা থাকলে সহজেই আমদানীকৃত কাচাঁমালের নাম, পরিমান ও মূল্য সংক্রান্ত তথ্য সহজেই সংগ্রহ করা সম্ভবহবে।

একইভাবে কারখানা কর্তৃপক্ষ কি কি পণ্য রপ্তানী করছে (পন্যের নাম, পরিমান ও মূল্য) তার তথ্য উক্ত Apps এ দেয়ার সাথে সাথে অটোমটিক ভাবে উক্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে একটি প্রাপ্তি স্বীকার পত্র বের হয়ে আসবে। পন্য রপ্তানীর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্রের সাথে Apps থেকে প্রাপ্ত প্রাপ্তি স্বীকার পত্রটি EPB-তে জমা দেয়ার বাধ্যকতা থাকলে সহজেই রপ্তানী সংক্রান্ত সকল তথ্য পাওয়া যাবে। উল্লেখ্য যে, এই Apps-এর মাধ্যমে কারখানার অনুকুলে প্রাপ্ত আইডি নম্বরসহ সকল প্রাপ্তী স্বীকার পত্রের জন্য কোন প্রকার চার্জ বা পে-অর্ডার না নিলে আমদানী ও রপ্তানী কারকগণ তথ্য গুলো দিবে বা এর সফলতা বোঝাতে পারলে মালিকপক্ষ সহজেই তথ্য দিতে আগ্রহী হবে।

ঘ) এ ইনোভেশন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করলে কি ধরনের সুনির্দিষ্ট সুবিধা পাওয়া যাবে/কি ধরনের পরিবর্তন ঘটবে এবং এর দ্বারা কারা উপকৃত হবে: সরকার সহজেই দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা (এলাকা ভিত্তিকসহ), জনবল, উৎপাদন, বিনিয়োগ, আমদানী, রপ্তানী সংক্রান্ত সকল তথ্য সঠিক ভাবে পেতে পারে । সেই সাথে সরকার উক্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে সহজেই কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারবে।

ঙ) এ উদ্যোগ বাস্তবায়নে কি ধরনের সহযোগীতা লাগবে এবং কার অনুমোদন লাগবে: কোন Apps প্রস্তুতকারী সংস্থাকে নিয়োগ ও মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন লাগবে।

চ) ইনোভেশনের ধারনা বাস্তবায়নের প্রাথমিক কর্মপরিকল্পনা: গার্মেন্টস ও টেক্সটাইল শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট স্টেক হোল্ডারদের নিয়ে আলোচনা ও সেমিনারের আয়োজন করতে হবে।

ছ) ইনোভেশন ধারনা দ্বারা প্রত্যাশিত ফল অর্জনের কর্ম-পরিকল্পনা: উদ্ভাবনী ধারনাটি প্রদানকারী ব্যক্তি, Apps প্রস্তুতকারী সংস্থা ও এ বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

১১/০৫/১৫

✓ ২

ক) **প্রস্তাবনার শিরোনাম::** কারখানার উদ্যোক্তাদের অনলাইন সেবা প্রদান।

খ)**পটভূমি:-** বস্ত্র শিল্প কারখানা উদ্যোক্ততাদের একটি নির্দিষ্ট সেবা পেতে অফিসে বারবার আসতে হয়। তাই অফিসে না এসে অল্প সময়ে উদ্যোক্ততাদের সেবা প্রদানের নিমিত্তে এই ইনোভেশন প্রস্তাবনা।

গ) **ইনোভেশন প্রস্তাবনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা** এখানে One stop service শাখার Dealing Assistant, AD DD, Director সবার কাছে একটি Desktop/laptop থাকবে।

কারখানা কর্তৃপক্ষ আবেদন পাঠাবেন Online নির্ধারিত ফরম পূরণ করে। সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র Scan করা আবেদনের সাথে সংযুক্ত থাকবে।

আবেদনটি প্রথমে One stop service এ আসবে। এখানকার কর্মকর্তা আবেদনটি Forward করে সংশ্লিষ্ট শাখার AD কে পাঠাবেন। উনি ঐ আবেদনটি (সংযুক্তি সহকারে) DD কে Mail করবেন মতামত সহকারে। একইভাবে DD; Director কে Mail করবেন মতামত সহকারে।

একইভাবে Director; থেকে DD; থেকে ADথেকে Dealing Assistant পর্যন্ত Mail টি Forward হবে।

Dealing Assistant খসড়া/পরিচ্ছন্ন কপি; AD বরাবর Mail করে উপস্থাপন করবেন; AD এখানে Digital signature দিয়ে DD বরাবর পাঠাবেন। DD খসড়া/পরিচ্ছন্ন কপি; তে Digital signature দিয়ে ADকে দিবেন। AD; Dealing Assistant,কে Forward করবেন। Dealing Assistant; খসড়া/পরিচ্ছন্ন কপি; টি কারখানা কর্তৃপক্ষ কে Mail করবেন।

ঘ) **এ ইনোভেশন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করলে কি ধরনের সুনির্দিষ্ট সুবিধা পাওয়া যাবে/কি ধরনের পরিবর্তন ঘটবে এবং এর দ্বারা কারা উপকৃত হবে :-** এর দ্বারা বস্ত্র শিল্প কারখানা উদ্যোক্তরা খুব সহজে ও অল্প সময়ের মধ্যে সেবা পেতে পারেন।

ঙ) **উদ্যোগ বাস্তবায়নে কি ধরনের সহযোগিতা লাগবে এবং কার অনুমোদন লাগবে: -** এ ক্ষেত্রে সেবার সাথে সংশ্লিষ্ট সবার একটি করে Laptop ও Internet সংযোগ থাকবে।

চ) **ইনোভেশনের ধারনা বাস্তবায়নের প্রাথমিক কর্মপরিকল্পনা:-** প্রাথমিক কর্মপরিকল্পনায় একটি Workshop করা যেখানে;পোষক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বস্ত্র পরিদপ্তরে স্টেক হোল্ডারদের সভার আয়োজন করে বিষয়টির সাথে সবাইকে অবগত করা।

১) সভার মাধ্যমে প্রস্তাবটির বিষয়ে সবাইকে ধারনা দেওয়া।

২)প্রয়োজনীয় অনুমোদন সংগ্রহ করা।

৩) ল্যাপটপ ও ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিত করা।

মন্তব্য: আমরা যে সেবাই প্রদান করিনা কেন তার একটি আইডেনটি নাম্বার দিতে হবে। আমরা সেবা দেই অন্যান্য কর্তৃপক্ষের কিছু লাইসেন্স প্রাপ্তি সাপেক্ষে। একারণে ঐ লাইসেন্সগুলি Authentic কিনা জানার জন্য নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের Website সংশ্লিষ্ট লাইসেন্স এর রেকর্ড থাকতে হবে।

ইনোভেশন ধারণাটি প্রস্তাব করেন বস্ত্র পরিদপ্তরের সহকারী পরিচালক, জনাব মো: মাহফুজুর রহমান(কারি:)।

Mahe-
৮/৬/১৮

ইনোভেশন প্রস্তাবনার ছক-১

ক) প্রস্তাবনার শিরোনাম: বস্ত্র পরিদপ্তরাধীন কলেজ সমূহে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের অনলাইনে সার্টিফিকেট প্রদান।

খ) পটভূমি: বর্তমানে বস্ত্র পরিদপ্তরাধীন ৫ টি বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও ৩টি ডিপ্লোমা টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট রয়েছে। উক্ত কলেজ সমূহের শিক্ষার্থীরা চূড়ান্ত পর্বের পরীক্ষার পর কর্ম ক্ষেত্রে নিয়োজিত হয়। অনেকে বিদেশে অবস্থান করে। তাদের জন্য ফলাফল প্রকাশের পর কলেজ হতে সার্টিফিকেট সংগ্রহ করা কষ্ট সাধ্য। এছাড়া ইদানিং কালে সার্টিফিকেট জাল সহ বিভিন্ন অনাকাংক্ষিত ঘটনা তৈরী হচ্ছে। ফলে চাকুরী নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে সার্টিফিকেটের সত্যতা যাচায়ে পুলিশ ভেরী ফিকেশনের সহয়তা নিতে হয়। ফলে নিয়োগে কালক্ষেপণ হয়। উল্লেখ্য সার্টিফিকেট হারিয়ে গেলে পুনরায় সংগ্রহ করা বেশ ঝামেলাপূর্ন। অনলাইন সার্টিফিকেট ব্যবস্থা চালু হলে এ সমস্ত বিষয় সমাধান হবে।

গ) ইনোভেশন প্রস্তাবনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা: অনলাইন সার্টিফিকেট গ্রহণের ক্ষেত্রে কলেজ সমূহের নিয়ন্ত্রনকারী বিশ্ববিদ্যালয় তাদের ওয়েব সাইটে একটি সফটওয়্যার তৈরী করবে। উক্ত সফটওয়্যারে কিছু নির্দিষ্ট তথ্য যেমন: পরিক্ষার্থীর নাম, পিতার নাম, মাতার নাম, জন্ম তারিখ ইত্যাদি ইনপুট দিলে সার্টিফিকেট টি দৃশ্যমান হবে। এখানে প্রিন্টআউট অপশণ দেওয়া থাকবে। তবে প্রিন্টআউট অপশণটি পাসওয়ার্ড সংরক্ষিত থাকবে। নিজস্ব ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়ে সার্টিফিকেট প্রিন্ট করা যাবে।

ঘ) এ ইনোভেশন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করলে কি ধরনের সুনির্দিষ্ট সুবিধা পাওয়া যাবে/কি ধরনের পরিবর্তন ঘটবে এবং এর দ্বারা কারা উপকৃত হবে: প্রস্তাবটি বাস্তবায়িত হলে নিম্নোক্ত সুনিদিষ্ঠ সুবিধা পাওয়া যাবে:

১) সার্টিফিকেটপ্রাপ্তি সহজতর হবে।

২) সার্টিফিকেট এর সত্যতা যাচাই সহজে করা যাবে।

৩) জাল ও ভূয়া সার্টিফিকেট সনাক্ত করা যাবে।

এর দ্বারা ছাত্র ছাত্রী ও নিয়োগকারী কতৃর্পক্ষ উপকৃত হবে।

ঙ) এ উদ্যোগ বাস্তবায়নে কি ধরনের সহযোগিতা লাগবে এবং কার অনুমোদন লাগবে: এই উদ্যোগটি বাস্তবায়নে সফটওয়্যার নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান, কলেজ অধ্যক্ষ,বিশ্ববিদ্যালয়, ডিপ্লোমা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সহযোগিতা লাগবে। প্রস্তাবটি বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদন লাগবে।

চ) ইনোভেশনের ধারনা বাস্তবায়নের প্রাথমিক কর্মপরিকল্পনা: এ ধারনা বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, সফটওয়্যার নির্মাণকারী বিশেষজ্ঞ(সরকারী/বেসরকারী), কলেজ অধ্যক্ষ,বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সমন্বয়ে প্রস্তাবটির সুবিধা অসুবিধা বিষয়ে একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করা।

ছ) ইনোভেশন ধারনা দ্বারা প্রত্যাশিত ফল অর্জনের কর্ম-পরিকল্পনা:

১. সভার মাধ্যমে প্রস্তাবটির বিষয়ে সবাইকে ধারণা দেওয়া।

২. প্রয়োজনীয় অনুমোদন সংগ্রহ করা।

৩. সফটওয়্যার নির্মাণকারী বিশেষজ্ঞ/ প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রস্তাবটির কারিগরি দিক নিয়ে আলোচনা করা।

৪. প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান করা।

৫. বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েব সাইটে সফটওয়্যারটি ইনস্টল করা।

ইনোভেশন প্রস্তাবনার ছক-২

ক) প্রস্তাবনার শিরোনাম: দাপ্তরিক সকল চিঠিপত্রাদির হার্ড কপির পাশাপাশি ই- মেইলের মাধ্যমে স্ক্যান কপি প্রেরণ।

খ) পটভুমি: বর্তমানে দাপ্তরিক কাজে চিঠি পত্রাদি ডাক/ অফিস সহায়ক এর মাধ্যমে বিভিন্ন দপ্তরে প্রেরণ করা হয়। এর ফলে চিঠি পত্রাদি পৌছাতে বেশ সময় লাগে। এছাড়া চিঠি পত্রাদি দূর্ঘটনায় নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে। আবার সকল কাগজ পত্রাদি ফাইলে রেকর্ড রাখা হয়। ফাইলগুলো দীর্ঘদিন পর জীর্ণ হয়ে যায়। অফিসে কোন দূর্ঘটনা বা পরিবর্তনের ফলে চিঠি পত্র নষ্ট বা হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। চিঠি পত্রাদির একটি কপি ই-মেইলের মাধ্যমে প্রেরণ করা হলে সমস্যাগুলোর সমাধান করা যায়।

গ) ইনোভেশন প্রস্তাবনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা: যে কোন ধরণের চিঠি পত্রাদি সংশ্লিষ্ঠ কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত হওয়ার পর তার একটি কপি স্ক্যানিং এর মাধ্যমে ইমেজ আকারে সংরক্ষন করা হবে। সংরক্ষিত ইমেজটি ই-মেইলের মাধ্যমে কাংক্ষিত ঠিকানায় প্রেরণ করা হবে।

ঘ) এ ইনোভেশন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করলে কি ধরনের সুনির্দিষ্ট সুবিধা পাওয়া যাবে/কি ধরনের পরিবর্তন ঘটবে এবং এর দ্বারা কারা উপকৃত হবে: প্রস্তাবটি বাস্তবায়িত হলে নিম্নোক্ত সুনিদিষ্ঠ সুবিধা পাওয়া যাবে:

১) চিঠিপত্র প্রেরণ দ্রুততর হবে।

২) চিঠিগুলো ই-মেইলে সংরক্ষিত থাকবে।

৩) পদ্ধতিটি সম্পূর্ন প্রবর্তন করা হলে বিনা কাগজে রেকর্ডপত্র সংরক্ষন করা যাবে। এর ফলে কাগজ তৈরীতে বৃক্ষ নিধন হ্রাস পাবে। ফলে পরিবেশ ক্ষতিও হ্রাস পাবে।

ঙ) এ উদ্যোগ বাস্তবায়নে কি ধরনের সহযোগিতা লাগবে এবং কার অনুমোদন লাগবে: এই উদ্যোগটি বাস্তবায়নে প্রতিটি কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগ ও স্ক্যানার সংযোগ প্রয়োজন হবে। যা দপ্তর/ সংস্থা, মন্ত্রণালয়ের সবোর্চ্চ কর্তৃপক্ষ অনুমোদন দিতে পারবেন।

চ) ইনোভেশনের ধারনা বাস্তবায়নের প্রাথমিক কর্মপরিকল্পনা: এ ধারনা বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/ সংস্থার সমন্বয়ে প্রস্তাবটির সুবিধা অসুবিধা বিষয়ে একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করা।

ছ) ইনোভেশন ধারনা দ্বারা প্রত্যাশিত ফল অর্জনের কর্ম-পরিকল্পনা:

১) সভার মাধ্যমে প্রস্তাবটির বিষয়ে সবাইকে ধারণা দেওয়া।

২) প্রয়োজনীয় অনুমোদন সংগ্রহ করা।

৩) ইন্টারনেট সংযোগ ও স্ক্যানার ক্রয়ে প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান করা।

৪) ই-মেইলের মাধ্যমে চিঠিপত্রাদির একটি সফট কপি প্রেরণ নিশ্চিত করতে অফিস আদেশ জারি করা।

ইনোভেশন প্রস্তাবনার ছক-৩

নিম্নোক্ত উদ্ভাবনী ধারনাটি বস্ত্র পরিদপ্তরের সহকারী পরিচালক জনাব এস এম আযুব রানা ওসমানী প্রদান করেন।

ক) প্রস্তাবনার শিরোনাম: গার্মেন্টস ও টেক্সটাইল খাতের তথ্য ভান্ডার।

খ) পটভুমি: বাংলাদেশের রপ্তানী আয়ের প্রায় ৮১% অর্জত হয় টেক্সটাইল ও গামেন্টস শিল্প থেকে। কিন্তু এ শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট আমদানী, রপ্তানী, বিনিয়োগ, উৎপাদন ক্ষমতা, জনবল সংক্রান্ত সঠিক তথ্য পাওয়া কস্টকর। বিভিন্ন সংস্থা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন তথ্য দিয়ে থাকে। কিন্তু এই তথ্য গুলোর মধ্যে অনেক সময় কোন মিল পাওয়া যায় না। এ ক্ষেত্রে একটি Apps তৈরী করা যেতে পারে।

গ) ইনোভেশন প্রস্তাবনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা: প্রথমে প্রত্যেকটি শিল্প কারখানা এই Apps-এ প্রবেশ করে তাদের কারখানার নামে বেসিক কিছু তথ্য দিয়ে একটি আই ডি নম্বর সংগ্রহ করবে। যেমন-কারখানাটির নিবন্ধন নম্বর, মালিকের নাম, অফিস ও কারখানার ঠিকানা, শিল্প উপখাত, উৎপাদন ক্ষমতা (নিবন্ধনপত্র অনুযায়ী) বিনিয়োগ (নিবন্ধন পত্র অনুযায়ী) কমকর্তা ও শ্রমিকদের সংখ্যা (পুরুষ ও মহিলা অনুযায়ী) ইত্যাদি।

কারখানা কর্তৃপক্ষ তাদের কারখানার নামে কত টাকার কিকি কাচাঁমাল আমদানী করছে তার তথ্য উক্ত Apps-এ দেয়ার সাথে সাথে অটোমেটিক ভাবে দাখিলকৃত তথ্যের উপর ভিত্তি করে একটি প্রাপ্তি স্বীকার পত্র বের হয়ে আসবে। কাচাঁমাল সমূহ কাস্টমস কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ছাড়করনের জন্য যে যে কাগজ পত্র দাখিল করতে হয় উক্ত কাগজপত্রের সাথে যদি কাস্টমস কর্তৃপক্ষ Apps থেকে প্রাপ্ত প্রাপ্তি স্বীকার পত্রটি দেয়ার বাধ্যবাধকতা থাকলে সহজেই আমদানীকৃত কাচাঁমালের নাম, পরিমান ও মূল্য সংক্রান্ত তথ্য সহজেই সংগ্রহ করা সম্ভবহবে।

একইভাবে কারখানা কর্তৃপক্ষ কি কি পণ্য রপ্তানী করছে (পন্যের নাম, পরিমান ও মূল্য) তার তথ্য উক্ত Apps এ দেয়ার সাথে সাথে অটোমটিক ভাবে উক্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে একটি প্রাপ্তি স্বীকার পত্র বের হয়ে আসবে। পন্য রপ্তানীর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্রের সাথে Apps থেকে প্রাপ্ত প্রাপ্তি স্বীকার পত্রটি EPB-তে জমা দেয়ার বাধ্যকতা থাকলে সহজেই রপ্তানী সংক্রান্ত সকল তথ্য পাওয়া যাবে। উল্লেখ্য যে, এই Apps-এর মাধ্যমে কারখানার অনুকুলে প্রাপ্ত আইডি নম্বরসহ সকল প্রাপ্তী স্বীকার পত্রের জন্য কোন প্রকার চার্জ বা পে-অর্ডার না নিলে আমদানী ও রপ্তানী কারকগণ তথ্য গুলো দিবে বা এর সফলতা বোঝাতে পারলে মালিকপক্ষ সহজেই তথ্য দিতে আগ্রহী হবে।

ঘ) এ ইনোভেশন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করলে কি ধরনের সুনির্দিষ্ট সুবিধা পাওয়া যাবে/কি ধরনের পরিবর্তন ঘটবে এবং এর দ্বারা কারা উপকৃত হবে: সরকার সহজেই দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা (এলাকা ভিত্তিকসহ), জনবল, উৎপাদন, বিনিয়োগ, আমদানী, রপ্তানী সংক্রান্ত সকল তথ্য সঠিক ভাবে পেতে পারে। সেই সাথে সরকার উক্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে সহজেই কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারবে।

ঙ) এ উদ্যোগ বাস্তবায়নে কি ধরনের সহযোগিতা লাগবে এবং কার অনুমোদন লাগবে: কোন Apps প্রস্তুতকারী সংস্থাকে নিয়োগ ও মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন লাগবে।

চ) ইনোভেশনের ধারনা বাস্তবায়নের প্রাথমিক কর্মপরিকল্পনা: গার্মেন্টস ও টেক্সটাইল শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট স্টেক হোল্ডারদের নিয়ে আলোচনা ও সেমিনারের আয়োজন করতে হবে।

ছ) ইনোভেশন ধারনা দ্বারা প্রত্যাশিত ফল অর্জনের কর্ম-পরিকল্পনা: উদ্ভাবনী ধারনাটি প্রদানকারী ব্যক্তি, Apps প্রস্তুতকারী সংস্থা ও এ বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে কমিটি গঠন করা যেতে পারে।